বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
Bangladesh Urban Forum Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সংখ্যা ২, বর্ষ ২, ডিসেম্বর ২০১৩ • অগ্রহায়ণ ১৪২০

ফোরাম সচিবালয় থেকে

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল সংগঠনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বাংলাদেশ আরবান ফোরামের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অংশ হিসেবে ৮টি থিমেটিক ক্লাস্টার নির্ধারণ করে আরবান সেক্টরের স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পছন্দ মাফিক ক্লাস্টারে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ পত্র আহ্বান করা হয়। গত ৩১ শে অক্টোবর এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সারাদেশ থেকে সরকারী, বেসরকারী, উন্নয়ন সহযোগী শতাধিক প্রতিষ্ঠান তাদের আগ্রহপত্র পাঠান। যে সব প্রতিষ্ঠান এই আহবানে সাড়া দিয়ে আগ্রহপত্র পাঠিয়েছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং যারা এখনো আগ্রহী তারা বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অংশ হিসেবে অচিরেই ফোরামের সচিবালয় আগারগাওস্থ এলজিইডি ঢাকা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ভবনে (৬২ পশ্চিম আগারগাও, ঢাকা-১২০৭) স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। গত ১২ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

'সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর' এই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবার অংশগ্রহণে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বাংলাদেশের সামগ্রিক নগরায়ন ধারা সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করতে পারবে বলে আমাদের সবার বিশ্বাস। সেই লক্ষ্যে, ৮টি ক্লাস্টার গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ২য় সম্মেলন আগামী মার্চ ২০১৪ তারিখে আয়োজন করার জন্য সচিবালয় কাজ করছে।

সবাইকে নতুন বছরের অগ্রীম শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহ

সূচিপত্র

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
সংখ্যা ২, বর্ষ ২, ডিসেম্বর ২০১৩ | অগ্রহায়ণ ১৪২০

ফোরাম সচিবালয় থেকে ১
বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর ১
রাজধানীর চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার উদ্যোগ ২
সিলেট সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে সাথে নিয়ে
অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিদর্শনে অর্থমন্ত্রী ২
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর ১১তম নির্বাহী বোর্ড নির্বাচন অনুষ্ঠিত ২
রাজউকের বহুতল গাড়ি পার্কিং ভবনের উদ্বোধন ২
সিলেট নগরের ব্যস্ততম কিনব্রীজ মোড় 'জঞ্জাল' মুক্ত করার উদ্যোগ ২
দেশে আবাসন ব্যবস্থা জোরদার ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে
রিহ্যাব-এনএইচএ যৌথভাবে কাজ করবে ২
জাতীয় প্রবীণ নীতিমালার খসড়া অনুমোদন ৩
'আরবান হেলথ সিম্পোজিয়াম' অনুষ্ঠিত ৩
শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ আরবান হেলথ সার্ভে ২০১৩ ৩
ব্র্যাককে 'হেলথ কেয়ার ইনোভেশন' পুরস্কার প্রদান ৩
সংসদে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) বিল-২০১৩ এর রিপোর্ট উপস্থাপন ৩
রাজধানী: সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য চাই সমন্বয় কর্তৃপক্ষ : নজরুল ইসলাম ৪-৫
'এক্সেস টু আরবান কনসার্ন ২০০০-২০০৫' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা ৫
চাঙ্গাভাটি-এলাকার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর
পানি প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ওয়াটার নেটওয়ার্কের কাজ উদ্বোধন ৬
ইউপিপিআরপি সাথে রবির ডিজিটাল সার্ভিসের সমঝোতা ৬
প্র্যাকটিক্যাল অব কমিউনিটি আর্কিটেক্ট এন্ড আর্কিটেক্টস (POCAA) ৬
সমীক্ষা : উন্নয়ন অন্বেষণের প্রতিবেদন: দারিদ্র কমার গতি ধীর হয়ে গেছে ৬
হ্যাব- এর আয়োজনে গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত ৭
ঢাকায় সহনীয় মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ শব্দ দূষণ : পবা ৭
বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ উদযাপন ৭
পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট স্থাপনের দাবি ৭
ডিসেম্বরে উন্মুক্ত হচ্ছে বহদ্দার হাট উড়াল সড়ক ৭
অবশেষে ক্ষতিগ্রস্তদের প্লট বরাদ্দ দিল চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ৭
দুই সপ্তাহের মধ্যে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ৭
নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠী বীমা চালু ৭
নোটিশ বোর্ড / ফেসবুক কর্নার ৮

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় এর পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সচিবালয় আইডিবি ভবন হতে আগারগাওস্থ এলজিইডি ঢাকা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ভবনে (৬২ পশ্চিম আগারগাও, ঢাকা-১২০৭) স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে, গত ১২ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র পক্ষে প্রকৌশলী মো. নুরুল্লাহ বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের পক্ষে মোস্তফা কাইয়ুম খান প্রতিনিধিত্ব করেন। গত ২২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম ৭
৫-১১ এপ্রিল, ২০১৪।

কলম্বিয়ার মেডেলিন শহরে অনুষ্ঠিতব্য ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন শুরু হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম ৭ এ অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করতে ভিজিট করুন http://www.unhabitat.org

রাজধানীর চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার উদ্যোগ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুল মান্নান খান বলেছেন, রাজধানী ঢাকার উপর জনসংখ্যার চাপ কমনোর লক্ষ্যে ঢাকা শহরের চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ৪টি টাউনের মধ্যে ৩টি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং ১টি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, শহর চারটি হচ্ছে-ঢাকা কামরাঙ্গীর চর স্যাটেলাইট টাউন, ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে 'বংশী-ধামরাই স্যাটেলাইট টাউন, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখানে 'ইছামতি-সিরাজদিখান স্যাটেলাইট টাউন' মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইরে 'ধলেশ্বরী-সিংগাইর স্যাটেলাইট টাউন।

সিলেট সিটি মেয়রকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিদর্শনে অর্থমন্ত্রী

সিলেট নগর দিয়ে প্রবাহিত ছড়াগুলো থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম চলা মঙ্গলী ছড়া ও গোয়ালী ছড়ার একাংশে পরিদর্শন করেন অর্থমন্ত্রী। সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রিকশায় করে মঙ্গলী ছড়ার অবৈধ দখল মুক্ত অংশ পরিদর্শন করেন। সিটি করপোরেশনের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এগিটি ছড়া অবৈধ দখলের কারণে কোথাও কোথাও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতে নগরে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

সিটি করপোরেশনের সূত্রে জানায়, প্রাথমিকভাবে গোয়ালী ছড়া ও মঙ্গলী ছড়ার একাংশে দখলমুক্ত করার পর নয়টি ছড়া নিয়ে জরিপ হয়। এতে নগর পরিকল্পনাবিদের মতামত অনুসারে দখল চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, নয়টি ছড়ায় এক হাজার বহুতল ভবন ও ছোট-বড় অবৈধ স্থাপনা দিয়ে দখল করা হয়েছে। ছড়া দখলমুক্ত করে পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ স্বাভাবিক না করতে পারলে সিলেট নগর জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে না।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর ১১তম নির্বাহী বোর্ড নির্বাচন অনুষ্ঠিত

গত ২২ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর ১১তম নির্বাহী বোর্ড নির্বাচন । পরিকল্পনাবিদ মোঃ মাসুম মুজিব প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করেন । ২০১৪-২০১৫ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পরিকল্পনাবিদ প্রফেসর ড. গোলাম রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন পরিকল্পনাবিদ ড. মোঃ আকতার মাহমুদ । যুগ্ম-সম্পাদক এবং ট্রেজারার পদে যথাক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম এবং পরিকল্পনাবিদ মোঃ সাইফুল্লাহ দস্তগীর ।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এবং সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর ২০১৪-২০১৫ মেয়াদে ১১তম নির্বাহী বোর্ড নির্বাচনে বিজয়ী সবাইকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন ।

রাজউকের বহুতল গাড়ি পার্কিং ভবনের উদ্বোধন

গুলশান আবাসিক এলাকায় রাজধানী উন্নয় কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এই প্রথমবারের মতো বহুতল গাড়ি পার্কিং ভবন নির্মাণ করল। এর সঙ্গে আছে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স। ১৫ তলার এই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে গুলশান-১-এর ১৭, ১৯ ও ২০ নম্বর সড়কবেষ্টিত প্রায় এক বিঘা জমির ওপর। নির্মাণে খরচ করা হয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। গাড়ি পার্কিং ভবনের উদ্বোধন করেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খান। প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরে অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গুলশান-১ এলাকার বিভিন্ন অফিস চলাকালে অতিরিক্ত গাড়িগুলোর সংস্থান, রাস্তার ওপর গাড়ি রাখা বন্ধ করা এবং যানজটের তীব্রতা কমিয়ে আনা। খুব শিগগির এখানে গাড়ি রাখার ভাড়া নির্ধারণ করে এটি চালু করা হবে। ভবনটির দুটি বেজমেন্ট ও দ্বিতীয় থেকে অষ্টম তলা পর্যন্ত মোট নয়টি তলায় গাড়ি রাখা যাবে। একসঙ্গে গাড়ি থাকতে পারবে ২৩১টি। নয় তলা থেকে ১৫ তলা পর্যন্ত থাকবে অফিস স্পেস। নিচতলা থেকে দুটি বেজমেন্ট এবং চারতলা পর্যন্ত র‍্যাম্পের মাধ্যমে গাড়ি ওঠানামা করবে এবং বাকি চারতলা থেকে আটতলা পর্যন্ত মোট তিনটি 'কার লিফট'-এর মাধ্যমে গাড়ি ওঠানামা করতে পারবে।

দেশে আবাসন ব্যবস্থা জোরদার ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে রিহ্যাব-এনএইচএ যৌথভাবে কাজ করবে

সরকারি সংস্থা জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (এনএইচএ) এবং বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এখন থেকে যৌথভাবে কাজ করবে। সরকারি-বেসরকারি খাতের এ দুটি সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা ১৭ নভেম্বর রোববার এক বৈঠকে দেশে আবাসন ব্যবস্থা জোরদার ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। বৈঠকে এনএইচএর চেয়ারম্যান শহীদুল আলম এবং রিহ্যাবের সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মো. ওয়াহিদুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুল ইসলাম বাদল, কার্যনির্বাহী সদস্য স্থপতি মোহাম্মদ আল-আমীন ও প্রকৌশলী শফিক রহমান উপস্থিত ছিলেন। এটি হলো সরকারি আবাসন খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত এনএইচএ ও বেসরকারি খাতের সংগঠন রিহ্যাবের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক।

সিলেট নগরের ব্যস্ততম তিনটি মোড় 'জঞ্জাল' মুক্ত করার উদ্যোগ

সিলেট নগরের ব্যস্ততম তিনটি মোড় সিটি পয়েন্ট, জিন্দাবাজার ও চৌহাট্টা- তিনটি মোড় থেকে বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণ করে বিদ্যুৎ লাইন মাটির নিচ দিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে সিটি করপোরেশন। বিদ্যুৎ উন্নয়নবোর্ড ও সিটি করপোরেশনের যৌথভাবে একটি জরিপের মাধ্যমে সব বৈদ্যুথতিক খুঁটি অপসারণ করে তার মাটির নিচ দিয়ে নেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করে। জরিপ চলাকালে সিটি করপোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঢাকার 'সেন্ট্রাল জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্প' পরামর্শক নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। একাজে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও সিটি করপোরেশনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে জানিয়ে মেয়র বলেন, 'জাইকার অর্থায়নে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে ও সিলেটে বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে জেনে আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি। তাদের এই প্রকল্পের আওতায় চৌহাট্টা-জিন্দাবাজার- সিটি পয়েন্ট পর্যন্ত সড়কের বৈদ্যুতিক লাইন মাটির নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করি। তারা আমার আহ্বানে সাড়া দেয়'।

জাতীয় প্রবীণ নীতিমালার খসড়া অনুমোদন

৬০ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকদের জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিধান রেখে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রি পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইয়া সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। মন্ত্রি পরিষদ সচিব বলেন, প্রবীণদের দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মক্ষম ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করাই এ নীতিমালার লক্ষ্য। ৬০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিরা প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃত হবেন এবং তারা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সুষ্ঠ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ঃ মেয়র আরিফুল হক

নগরীর স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেছেন- লোক দেখানোর জন্য নয়, প্রকৃত অর্থেই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করতে হবে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষে জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'সংলাপ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্থ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে বর্জ ব্যবস্থাপনারও উন্নয়ন প্রয়োজন। তা না হলে স্যানিটেশনে শতভাগ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। মেয়র বলেন, নগরীতে এখনও অনেক খোলা ও ঝুলন্ত ল্যাট্রিন রয়েছে যেগুলো জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এছাড়া ক্লিনিক্যাল বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। স্যানিটেশনে শতভাগ সফলতার জন্য তিনি মডেল ওয়ার্ড হিসেবে নগরীর একটি ওয়ার্ডে প্রথমে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০০৩ সালে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মাত্র ৪৭ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতো। বর্তমানে নগরীতে ৯২ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন। অনুষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরবৃন্দ ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'আরবান হেলথ সিম্পোজিয়াম' অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের শহরগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মত শহরে পরিণত করার উপায় নিয়ে আয়োজিত হল ২ দিন 'আরবান হেলথ সিম্পোজিয়াম'। ২২-২৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে আগারগাওস্থ পিকেএসএফ ভবনে এ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। আইসিডিডিআরবি, বাংলাদেশ আরবান হেলথ নেটওয়ার্ক, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল হেলথ, এমিনেন্স, আইডিআরসি, জার্মান কোঅপারেশন এবং জিআইজেড এর উদ্যোগে এই সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শতাধিক অংশগ্রহনকারী বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দেন। গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভ এর পরিচালক পড়েনিভ জ্যান হেটেরেন, আরবান হেলথ অ্যাডভাইজার অ্যাস্থনী কলস, অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নগর গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট নগরবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সহ দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহন করেন।

শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ আরবান হেলথ সার্ভে ২০১৩

দ্বিতীয় বাংলাদেশ আরবান হেলথ সার্ভে শুরু হতে যাচ্ছে। ২০০৬ সালে ইউএসএইড এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে ১ম জরিপ করে। নিপোর্ট এর সহযোগিতায় মেজার ইভালুয়েশন, ইউএনসি-সিএইস এবং আইসিডিডিআরবি'র অংশগ্রহনে এবারের জরিপ সম্পন্ন হবে। জরিপ পরিকল্পনা এবং প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে টেকনিক্যাল রিভিউ কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের জরিপে সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং উপজেলা শহর এলাকা অর্ন্তভুক্ত থাকবে। সংশ্লিষ্ট সবাই আশা প্রকাশ করছেন ২০১৪ সালের মধ্যে এই জরিপের তথ্য-উপাত্ত প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা যাবে।

ব্র্যাককে 'হেলথ কেয়ার ইনোভেশন' পুরস্কার প্রদান

লাখ লাখ শিশুর জীবন বাঁচাতে গ্লোবাল জিএসকে ও সেভ দ্য চিলড্রেনের অংশীদারির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ব্র্যাককে 'ওয়ান মিলিয়ন ডলার হেলথকেয়ার ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড' শীর্ষক এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য তিন লাখ মার্কিন ডলার। ব্র্যাক সমন্বিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্যাকেজের আওতায় উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এ স্বীকৃতি পেয়েছে। জিএসকে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আজিজুল হক এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের দেশীয় পরিচালক মাইকেল ম্যাকগ্রাথ ব্র্যাকের হেলথ, নিউট্রিশন ও পপুলেশন প্রোগ্রামের পরিচালক কাওসার আফসানার হাতে অ্যাওয়ার্ডের বাঁধাই করা সনদপত্রটি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আজিজুল হক এবং মাইকেল ম্যাকগ্রাথ ব্র্যাকের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তাঁরা অ্যাওয়ার্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন। উন্নয়নশীল বিশ্বের ২৯টি দেশ থেকে জমা হওয়া প্রায় ১০০টি আবেদনের মধ্যে পুরস্কারের জন্য বাছাই করা পাঁচটি সংস্থার একটি হচ্ছে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক। আরো জানতে ভিজিট করুন http://www.brac.net/node/1548#.UpxOhdKnq1v

সংসদে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) বিল-২০১৩ এর রিপোর্ট উপস্থাপন

সংসদে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) বিল-২০১৩ এর ওপর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতির পক্ষে সদস্য সোহরাব আলী ছানা রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে বিলটি সংশোধিত আকারে পাসের প্রস্তাব করা হয়। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রয়োজনীয় বিধানের প্রস্তাব করে গত ২৭ অক্টোবর পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বিলটি উত্থাপন করেন। বিলে আধুনিক প্রযুক্তির ইট ভাটা স্থাপনের জন্য কৃষিপ্রধান এলাকা, কৃষি জমি, নিষিদ্ধ এলাকা, পাহাড় বা টিলা ইত্যাদি কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিলে নতুন স্থাপিত ইট ভাটার পুনঃনির্ধারণ, পার্বত্য জেলাগুলোতে ইট ভাটা স্থাপনে নির্দেশনা, ইট ভাটা কৃষি জমির টপ সয়েল ব্যবহার রোধ, জ্বালানি হিসাবে কয়লা, মানমাত্রা নির্ধারণ, বনাঞ্চলের পাশে ইট ভাটা স্থাপনে সীমা নির্ধারণ, অনুসন্ধান কমিটি গঠন, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দন্ডারোপ, অপরাধ বিচারে আদালতের ধরন নির্ধারণ, রিভিউ ও আপিলসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বরিশালের মুলাদী উপজেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইটভাটা বন্ধ

বরিশালের মুলাদী উপজেলায় মেসার্স নাজিরপুর ব্রিকস নামের একটি ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত ওই ইট ভাটার নির্দেশ অমান্য করে ড্রাম চিমনি ব্যবহার করে এবং কাঠপুড়িয়ে ইট তৈরি করা হচ্ছিল। পরিবেশ অধিপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের অভিযানকালে ইট ভাটার ড্রাম চিমনি ভেঙে দেওয়া হয়। জব্দ করা হয় ইটপোড়ানোর উদ্দেশ্যে জমা করা বেশ কিছু কাঠ। অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক সুকুমার বিশ্বাস ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেন।

রাজধানীঃ

সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য চাই সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

নজরুল ইসলাম

সামগ্রিকভাবে দেশের নানামুখি উন্নয়ন ও অপ-উন্নয়নের সমান্তরাল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি রাজধানী ঢাকার ক্ষেত্রেও। রাজধানী অবশ্যই দেশের প্রতিবিম্ব। যখন বাংলাদেশ অচিরেই একটি মধ্যম আয়ের দেশ হবার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে, রাজধানী শহর ঢাকার উন্নয়ন ধারা ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কি সেরকম সম্ভাব্য মর্যাদা সম্পন্ন দেশের রাজধানী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা দেখাচ্ছে? উত্তর খোঁজা যাক।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইকনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) তাদের এক জরীপে বিশ্বের ১৪০টি শহরের বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে ঢাকাকে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন মানের (অর্থাৎ ১৩৯তম) শহর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বছর ঢাকার অর্জিত মান ছিল ৩৯/১০০। তাদের জরীপে পর পর গত তিন বছর ঢাকার অবস্থান প্রায় একই রকম ছিলো। এতে অবাক হবার কিছু নেই। একটি অত্যন্ত নিম্ন আয়ের দেশের রাজধানী, যার জনসংখ্যা বিশাল (বিশ্বের নবম জনবহুল শহর), যেটি কিনা আবার সর্বোচ্চ জনঘনত্বের শহর ও অতি উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির শহর, এমন শহরের বাসযোগ্যতার মান নিম্ন পর্যায়ের হবে এটা অচিন্তনীয় নয়, বিশেষ করে যদি শহরটিতে প্রশাসনিক বা পরিচালনগত (গভর্নেন্স) দুর্বলতা প্রকট হয় এবং উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল হয়। (উল্লেখ্য, উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিটি শহরই খুবই ধনী দেশের শহর ও জনসংখ্যার আকারে মাঝারি ধরনের)।

ইআইইউ এর দৃষ্টিতে নগরের বাসযোগ্যতার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য পাঁচটি প্রধান সূচক গোষ্ঠি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি প্রধান সূচক গঠিত হয়েছে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন সূচক নিয়ে। প্রথম প্রধান সূচকটি স্থিতিশীলতা (বা 'স্ট্যাবিলিটি') বিষয়ক, অর্থাৎ সামাজিক ও সামরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিষয়ক, সন্ত্রাস ও সহিংসতা বিষয়ক। এই সূচকে ২০১২ সনে ঢাকার অর্জন (৫০/১০০) যথেষ্ট স্বস্তিকর পাওয়া গেছে। ২০১৩ সনের মূল্যায়ন নিশ্চয়ই তেমন ভালো হবে না। জামাত-শিবির ও হেফাজতিদের ব্যাপক তান্ডব ও তাদের সহিংসতা দমনের জন্য সরকারি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপ নিয়ে কিছু উদ্দেশ্যমূলক মিডিয়া প্রপাগান্ডার কারণে সূচকের মান আগামীতে নামতেই পারে।

দ্বিতীয় সূচক ছিল স্বাস্থ্য বিষয়ক, এক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থান খুবই নিম্ন পর্যায়ের (২৯/১০০)। ঢাকাবাসীরা এর সাথে সহজেই একমত হবেন। অবশ্য বর্তমান সরকার কর্তৃক রাজধানীতে এ বছর দুটো বড় সরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত করতে পারে।

তৃতীয় সূচক পরিবেশও সংস্কৃতি; এতে অর্জন সহনীয় পর্যায়ের (৪৩/১০০)। তবে ২০১৩ সনের মূল্যায়নে হয়তো পরিবেশ উন্নয়নে হাতির ঝিল বহুমুখী প্রকল্প বড় রকমের অবদান রাখতে পারে। রাজধানী ঢাকার সুদীর্ঘ ইতিহাসে উন্নয়নের এত বড় মাপের দৃষ্টান্ত বিরল। পাশাপাশি ধানমন্ডি লেকের পরিবেশ উন্নয়নের কাজটিও ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। অবশ্য বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদী সংস্কার ও আশপাশের জলাভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগসমূহ আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারছে না। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হেফাজতে ইসলামের নারী বিরোধী ভূমিকা প্রচন্ডভাবে নেতিবাচক অবদান রাখবে। তাদের কর্মকান্ড ঢাকাকে একটি অভব্য শহর হিসেবে চিহ্নিত করবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সহাবস্থানের সুন্দর ঐতিহ্য, একুশের চেতনার অহংকার ও বাংলা নববর্ষের আনন্দমুখর পরিবেশ ঢাকার শক্তি ও সৌন্দর্য্য, এগুলোতে আঘাত আসতে শুরু করেছে। জরীপের সংস্কৃতি সূচকে দুর্নীতি প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে যে ঢাকার অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চতুর্থ সূচক হলো শিক্ষা, এক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক (৪২/১০০)। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতা উত্তর চার দশকের ঢাকার অর্জন বিবেচনা করলে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়। ১৯৭১ সনে ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র দু'টি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), শহরতলীর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিনটি, আর এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৮টি, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ৫০ এর অধিক। কলেজ ও স্কুলের সংখ্যাও বিশাল। মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বিশাল। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ চলছে। আন্তর্জাতিক কারিকুলামে বেশ কিছু বিদেশি স্কুলও চালু রয়েছে। সংখ্যাগত বিচারে ঢাকা এখন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। গুণগতমান বিচারে অবশ্য এখনো তেমন প্রশংসনীয় নয়।

ইআইইউ'র নগর বাসযোগ্যতা মূল্যায়নে পাঁচটি গ্রুপের অধীন মোট ৩২টি সূচক ব্যবহার করা হলেও গণমাধ্যম বলে কোন সূচক নেই। তা থাকলে হয়তো ঢাকার অবস্থান উন্নত হতো। একটি উন্নয়নশীল দেশের রাজধানী শহরে এতগুলো স্বাধীন টিভি ও রেডিও চ্যানেল, এত বিশাল সংখ্যক খবরের কাগজের প্রকাশনা মোটেও উপেক্ষা করার বিষয় নয়। তার ওপর গণমাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির ব্যবহারও ইতিবাচক স্কোর এনে দিতে পারতো। কোন কোন দৈনিক পত্রিকার পাঠক সংখ্যা বিস্ময়কর, তাদের অন-লাইন সংযোগ বৈশ্বিক। অনেকগুলো টিভি চ্যানেলও তাই। গণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকা এখন বস্তুত একটি গ্লোবাল সিটি।

ইআইইউ'র মূল্যায়নের পঞ্চম সূচক ছিল ভৌত অবকাঠামো, অর্থাৎ সড়ক পরিস্থিতি, গণ পরিবহন, আবাসন সুবিধা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ও টেলিযোগাযোগ। শেষোক্ত সূচক অর্থাৎ টেলিযোগাযোগ ছাড়া অন্য সবগুলো সূচকেই যে ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহভাবে সমস্যাসংকুল তা উল্লেখ বাহুল্য। অবকাঠামো সূচকে ঢাকার অবস্থান সর্বনিম্ন (মাত্র ২৭/১০০)। মূলত আবাসন, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবহন ও ভৌত অবকাঠামোর দুর্বল অবস্থার কারণেই বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে ঢাকা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকছে। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নধর্মী দৃষ্টি দিলে ঢাকা অবশ্যই অনেকটা বাসযোগ্য হবে।

আমরা যদি রাজধানী ঢাকার সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে ই.আই.ইউ'র উপসংহারমূলক একটি পর্যালোচনাকে বিবেচনায় আনতে পারি। তাদের মূল্যায়নে ঢাকা শহর বিশ্বের ১৪০টি শহরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্নমানের বলে চিহ্নিত হয়েছে, কিন্তু একই সাথে ২০০৮-২০১২ সময়ে (মূলত বর্তমান সরকারের আমলে) বাসযোগ্যতার মান উন্নয়নে এই ১৪০টি শহরের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম শহর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ঢাকা। সর্বোচ্চ অবস্থানে এসেছে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটা। অর্থাৎ ইকনোমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের বিবেচনায় রাজধানী ঢাকা বিগত চার বছরে উন্নয়ন ধারায় অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এই সময়ে ঢাকার উন্নয়ন অগ্রগতির বার্ষিক বৃদ্ধি হার ছিল ২.৫%। পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা বসবাসযোগ্য শহর গুলোর পরিবর্তন সূচক ২ এর নিচে, জরীপকৃত অনেক শহরের পরিবর্তন অত্যন্ত উঁচুমাত্রায় ঋণাত্মক।

স্বাধীনতা উত্তর চার দশকে (কেন্দ্রীয়) ঢাকা শহর বা 'মহানগর ঢাকার' জনসংখ্যা ৯ লক্ষ থেকে প্রায় ৯০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহত্তর ঢাকা বা 'মেগাসিটি ঢাকার' ভৌগোলিক এলাকা বেশ বিস্তৃত (১৫২৮ ব.কি.)। এই এলাকার বর্তমান জনসংখ্যা দেড় কোটির ওপর। জনসংখ্যা বিচারে ঢাকা মেগাসিটি বিশ্বের নবম বৃহত্তম শহর। অচিরেই তৃতীয় বা চতুর্থ জনবহুল শহরে পরিণত হবে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে বিশালভাবে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় অবস্থান রাজধানীরই। গোটা দেশের জিডিপি'র কমপক্ষে ৩০ ভাগ অবদান একক ভাবে ঢাকার। শিল্পায়ন, ব্যবসা-বানিজ্য ও শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। রাজধানীর বাহ্য উন্নয়ন সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য, তা সে সরকারি ভবন, বাণিজ্যিক সংস্থার অট্টালিকা, টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রের নিজস্ব বহুতল ভবন, ভয়ংকর রকম বিশালাকার বিপণী কেন্দ্র, আবাসিক ভবন, বিশ্ববিদ্যালয় ভবন বা এনজিও প্রাসাদ, যার কথাই বলি না কেন। অবশ্য এই সমৃদ্ধির সুফল অধিকাংশ ঢাকাবাসী পাচ্ছেন না। ঢাকার জনসংখ্যার এক বড় অংশই অত্যন্ত দরিদ্র, প্রায় ৩৫ ভাগ রীতিমত বস্তিবাসী ও প্রচন্ডভাবে সুবিধাবঞ্চিত। তবে তাদেরও অনেকে নিজ নিজ অবস্থানের উন্নতি করতে পারছেন, বিশেষ করে তাদের স্ব-পরিচালিত ইনফরমাল সেক্টরভুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসা ও নানামুখী উৎপাদন উদ্যোগের মাধ্যমে। রাজধানীর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকারও বিশাল, তাদের সমস্যারও শেষ নেই। নারী, শিশু, প্রবীণ ও শারীরিক সুবিধা বঞ্চিতদের অবস্থা আরো কঠিন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে অবশ্যই ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা ও ভৌত পরিবেশ উন্নত করার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিবহন ক্ষেত্রে মৌলিক প্রয়োজন গণ পরিবহনের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে সরকারের কর্মতৎপরতা তেমন প্রশংসনীয় নয়। তবে দেরীতে হলেও বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী (২০০৪-২০২৪) আরবান ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান বা এসটিপিতে সুপারিশকৃত দুটো মেগা-প্রকল্প, মেট্রোরেল (এমআরটি) ও বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) সরকার শুরু করতে যাচ্ছে। চক্রাকার নৌপথ সীমিত আকারে শুরু করেছে।

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ ডেমো ট্রেন নামে কম্যুটার ট্রেন সার্ভিসও শুরু হয়েছে। কয়েকটি ব্যয়বহুল ফ্লাইওভার নির্মাণ নগরের যানজট সমস্যা নিরসনে কিছু কার্যকারিতা রাখবে। বলাবাহুল্য, পরিবহন মান উন্নয়নে খুব জরুরি কাজ হলো এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাস ও আইন ও শৃঙ্খলার প্রয়োগ। সার্বিকভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চিন্তাটাও মাথায় রাখতে হয়।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, সাম্মানিক চেয়ারম্যান, নগর গবেষণা কেন্দ্র ও সাবেক প্রধান, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম (BUF)।
নিবন্ধটি প্রথম আলোর ১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে "পথ হারাবে না বাংলাদেশ" শীর্ষক বিশেষ সংখ্যায় "মেগাসিটি ঢাকার এখন বিশৃঙ্খলা" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজধানী ঢাকার বসবাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য যে বিষয়টি সবচাইতে বেশি জরুরি তা হলো সঠিকভাবে শহরটির পরিচালন (গভর্নেন্স) বা ব্যবস্থাপনার মান নিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। গোটা রাজধানী এলাকার জন্য তেমন কোন শক্তিশালী সমন্বয়কারী সংস্থা নেই। রাজউক বা ঢাকা ওয়াসা কিংবা নব গঠিত ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (ডিইইটিএ) প্রত্যেকেই খণ্ডিত দায়িত্ব পালন করে। সিটি করপোরেশনগুলোর ক্ষমতা ও মর্যাদাও সীমিত করে রাখা হয়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দ্বিখণ্ডিত করে ও দুটোতেই অনির্বাচিত প্রশাসক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালনার উদ্যোগ রাজধানীর জন্য তেমন কোন মঙ্গল বয়ে আনেনি। তবে মজার ব্যাপার হলো, রাজধানীর এরকম অগণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন মহলেরই খুব একটা ক্ষোভ বা আন্দোলন দেখা গেল না।

রাজধানীর পরিচালন ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংস্থার (যার সংখ্যা ৫০ এর মতো হবে) মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নিয়ে অতীতে মাঝে মধ্যেই কথাবার্তা শোনা গেছে। লেখালেখিও কিছু হয়েছে। কিছু উদ্যোগের দৃষ্টান্তও দেখা গেছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে সমন্বয়ের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পাচ্ছে না। বরং অবাক হতে হয়, কেন্দ্রীয় বা খুব উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রাজধানী ঢাকা চলছে কিভাবে ? হয়তো যেনতেনভাবেই চলছে বা কোন অদৃশ্য শক্তি শহরটাকে এরকম চলমান রেখেছে। একেবারে অচল হয়ে গেছে তাতো বলা যাবে না। রানা প্লাজা ধসের মতো নানা অঘটন সত্ত্বেও গার্মেন্টসে উৎপাদন হচ্ছে, রপ্তানি আয় বাড়ছে, বিপণী বিতানগুলো ব্যবসা করছে, সকল বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে গরম বিরিয়ানী সময় মতো পরিবেশিত হচ্ছে, সকাল ৯টার মধ্যে সকল কাঁচা বাজার ও আধুনিক সুপার মার্কেটে সবজি, মাছ, মাংস সাজানো থাকছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন সময়মত হচ্ছে, হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে, স্টেডিয়ামে খেলাধুলার পাশাপাশি বিশাল আকারের আন্তর্জাতিক সংগীত সম্মেলন হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ছবি মেলা ও আর্ট একজিবিশন হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এত কিছুর পরও আমরা বলবো ঢাকাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে প্রতিযোগিতামূলক অধিকতর বাসযোগ্য করার জন্য এর সুশাসন ও উন্নয়নে যথাযথ সমন্বয় ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রয়োজন।

রাজধানী ঢাকার সুশাসন ও উন্নয়ন সমন্বয় চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথমেই অবশ্য এর ভৌগোলিক পরিসর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে সরকারি বা আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ঘোষণা নেই। একমাত্র রাজউক বা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নামের মধ্যে রাজধানী কথাটি আছে এবং তার ভৌগোলিক সীমানা আইনীভাবে চিহ্নিত করা আছে যার আয়তন ১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার (বা ৫৯০ বর্গ মাইল) এবং এই সীমানার মধ্যে বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন, গাজীপুর সিটি করপোরেশন, সাভার পৌরসভা, কেরানিগঞ্জ শহর এলাকা ও অসংখ্য ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা ও গ্রাম এবং ঢাকা, মীরপুর ও সাভার ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদি। ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটির ভৌগোলিক এলাকা আরো বিস্তৃত। ঢাকা ওয়াসার সেবা এলাকা রাজউকের অংশ মাত্র (এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ রয়েছে কিন্তু টঙ্গি, গাজীপুর বা সাভার নেই), সিটি করপোরেশনগুলোর প্রত্যেকের এলাকা আরো সীমিত। সুতরাং রাজধানীর উন্নয়ন ও সমন্বয় ভাবনায় একটি ভৌগোলিক এলাকার জন্য নিশ্চিত সিদ্ধান্ত আবশ্যক। আপাতত রাজউকের সীমানাটিই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তাছাড়া এই এলাকার জন্য একটি অনুমোদিত নগর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে নতুন মহাপরিকল্পনার (২০১৬-২০৩৬ মেয়াদের) জন্য কাজ শুরু হয়েছে। সুতরাং রাজউক এলাকাটিকেই রাজধানী অঞ্চল বিবেচনা করা যায় এবং আমার মতে এই অঞ্চলের জন্যই একটি সমন্বয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা যুক্তিযুক্ত। এই কর্তৃপক্ষের নাম হতে পারে রাজধানী সুশাসন ও উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (আমার ধারণাটি মোটেও নতুন নয়, তবে আগে ছিল কমিটি আকারে)। এর জন্য সংসদে আইন পাশ করাতে হবে। বলা বাহুল্য, এই কর্তৃপক্ষ হবে অত্যন্ত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন। এতে নগর উন্নয়ন সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থা সমূহের প্রধান ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যেমন থাকবেন, তেমনি অঞ্চলভুক্ত সকল সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার নির্বাচিত মেয়রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ তথা প্রতিরক্ষা বাহিনীর উচ্চতর প্রতিনিধিরাও থাকবেন। প্রাইভেট সেক্টর ও নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই কর্তৃপক্ষের প্রধান হবেন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী পর্যায়ের একজন খুবই সৃজনশীল ও বিচক্ষণ নির্বাচিত ব্যক্তি। কর্তৃপক্ষের একটি সীমিতাকার অথচ অত্যন্ত দক্ষ সচিবালয় থাকবে। এর সাথে সংযুক্ত থাকবে একটি শক্তিশালী তথ্য ও গবেষণা সেল। কর্তৃপক্ষের জন্য একটি মেধাবী পরামর্শক পর্ষদও থাকতে পারে। সমন্বয় কর্তৃপক্ষের মূল দায়িত্ব হবে নগর পরিকল্পনা ও পরিবহন পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন সংস্থা ও স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ সমূহের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় নিশ্চিত করা।

উল্লেখ্য, রাজধানী অঞ্চলের জন্য (রাজউক কর্তৃক) যে নগর মহাপরিকল্পনা (বা মূলত নগর কাঠামো পরিকল্পনা) প্রণয়ন করা হবে, তা অবশ্যই স্থানীয় সিটি করপোরেশন বা পৌরসভাসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগেই করতে হবে এবং স্থানীয় নগর কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সমূহই তাদের স্ব-স্ব এলাকার ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (বা ড্যাপ) প্রস্তুত করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে। উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব থাকবে। এ প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজধানী অঞ্চলের নির্বাচিত সকল সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে আইনগতভাবে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন করতে হবে ও তাদেরকে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নাগরিকদের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্যই একটি মর্যাদাসম্পন্ন দেশের রাজধানীকে মর্যাদাবান হিসেবেই গড়ে তুলতে হবে এবং তা হবে একে আর্থ-সামাজিকভাবে মানবিক ও গণতান্ত্রিক করার মাধ্যম।

আমরা বলি এবং জানি যে বাংলাদেশ বদলে যাচ্ছে, কিন্তু রাজধানী শহর ঢাকা যে কী দ্রুত সিটি থেকে মেগাসিটি হয়ে গেছে এবং অতি দ্রুত একটা মেটাসিটিতে পরিণত হচ্ছে, সে বাস্তবতা পুরোপুরি অনুধাবন করছি না। বিষয়টি নিয়ে ভাবাটা খুবই জরুরি এবং এতেই সমন্বয়ের প্রাসঙ্গিকতা। একই সাথে মনে রাখা দরকার, ঢাকা ভাবনায় যেন বৃহত্তর দেশ ভাবনায় বাদ না পড়ে। ■

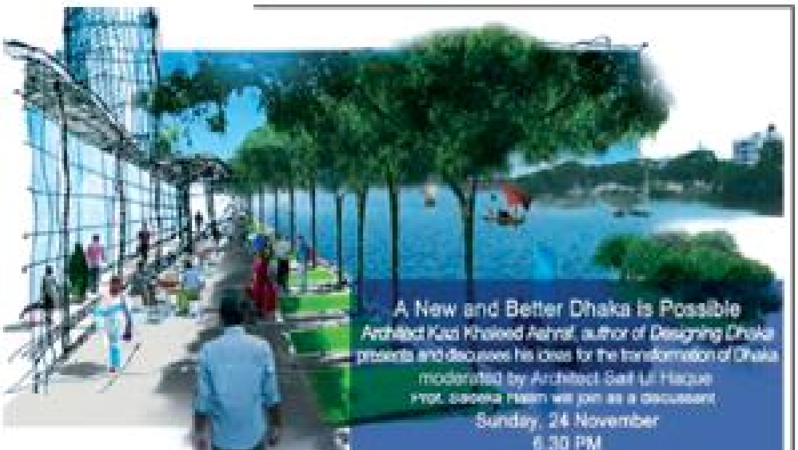

নতুন এবং উন্নত ঢাকা শহর সম্ভব! গত ২৪ শে নভেম্বর ২০১৩ তারিখে সন্ধ্যায় বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে স্থপতি খালিদ আশরাফ তুলে ধরলেন কিভাবে 'নতুন এবং উন্নত ঢাকা শহর সম্ভব'। স্থপতি সাইফ উল হক এর সঞ্চালনায় 'ডিজাইনিং ঢাকা' বইয়ের লেখক সবিস্তারে জানালেন তার চিন্তা ভাবনা। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা সাদেকা হালিম।

'এজেন্ডা ফর আরবান কনসার্ন ২০০০-২০০৫' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে স্কাউট ভবনে অনুষ্ঠিত হল নিজামউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত 'এজেন্ডা ফর আরবান কনসার্ন ২০০০-২০০৫' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান। বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ স্কাউটস এবং মুখবন্ধ লিখেছেন মাহফুজ আনাম, সম্পাদক, দি ডেইলী স্টার। ডেইলী স্টার পত্রিকায় ২০০০-২০০৫ সালে প্রকাশিত নগরায়ণ বিষয়ক নিবন্ধ, কর্মশালা, সেমিনার, খবর প্রভৃতি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ এ বইটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আশা করছে। বইটির দাম রাখা হয়েছে ২০০ টাকা এবং স্কাউট ভবন, কাকরাইল থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

ভাষানটেক-এলাকার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পানি প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ওয়াটার নেটওয়ার্কের শুভ উদ্বোধন

ভাষানটেক-এলাকার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পানি প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ওয়াটার নেটওয়ার্কের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভাষানটেক-এলাকাবাসী তারই সুফল পেতে শুরু করবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বস্তী বাসীদের প্রতিটি ঘরে আলাদা মিটারের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হবে। এ ধরনের কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব অশোক মাধব রায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওয়াটার নেটওয়ার্কের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় সচিব বলেন, আপনারা জানেন বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এমডিজিতে স্বাক্ষর করেছে। এমডিজির লক্ষ্যগুলোর মধ্যে পানি একটি উল্লেখ বিষয়। আমরা ঢাকার নিম্ন আয়ের জনগণের মধ্যে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি আশা করি এই কার্যক্রম ঢাকাসহ অন্যান্য শহর এলাকার বস্তীবাসীদের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করবে এবং এই লক্ষ্যে এলজিইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, ওয়াটার এন্ড লাইফের একটি সহযোগী সংগঠন সবার জন্য পানি ২০১০ সাল থেকে অত্র এলাকায় এলজিইডি, ইউপিপিআর, ঢাকা সিটি করপোরেশন, ঢাকা ওয়াসাসহ সহযোগী সংস্থা সমূহের সাথে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পানি প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

হত দরিদ্রদের জন্য এসিএইচআর এর 'ডিসেন্ট পুওর' কর্মসূচী

এশিয়ান কোয়ালিশন ফর হাউজিং রাইটস (এসিএইচআর)-র সহায়তায় পরিচালিত 'ডিসেন্ট পুওর' কার্যক্রম ২০১৩ সালেও অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষটিও যেন সামগ্রিক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত না হয়। ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই কর্মসূচীর আওতায় ১লাখ ডলার ব্যয়ে ১২ টি দেশের ৩৯ টি শহরে ৫ টি গ্রামে ২০৩ টি পরিবার (৯৬৭ জন সদস্য) উপকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের দুটি শহরে এ কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

ইউপিপিআরপি সাথে রবির ডিজিটাল সার্ভিসের সমঝোতা

ইউপিপিআরপি প্রকল্পের সঙ্গে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে মোবাইল ফোন অপারেটর রবি আজিয়াটা লিমিটেড। টাঙ্গাইল ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে পরীক্ষামূলক ভাবে ইউপিপিআরপি'র ৩০০ বেনিফিসিয়ারিদের বিনামূল্যে ২,৭০০/- মোবাইল সীম প্রদান করবে রবিআজিয়াটা লিমিটেড। এই চুক্তির আওতায় ইউপিপিআরপি'র সুবিধা ভোগীরার রবি এম-ওয়ালেটের আওতায় ডিবিবিএল মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা পাবে। সঞ্চয়কারীরা ইউএনডিপি কমিউনিটির সোর্স সেন্টারের রবিক্যাশের পয়েন্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ তুলতে পারবেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের বিডিজিটাল সার্ভিসের কান্ট্রি হেড রোজানো ম্যারিয়াস প্রানটা সহ রবি ডিজিটাল সার্ভিসের ম্যানেজার পার্টনারশিপ ম্যানেজমেন্টের রাশেদ ইউএস সাত্তার, ইউএনডিপি ইউপিপিআরপি প্রকল্পের ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর আব্দুর রশিদ খান, ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর আব্দুল হাকিম ও ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন সংবাদ

প্ল্যাটফরম ফর কম্যুনিটি আর্টিসানস এন্ড আর্কিটেক্টস (POCAA)

প্ল্যাটফরম ফর কম্যুনিটি আর্টিসানস এন্ড আর্কিটেক্টস (POCAA) নামে সম্প্রতি কম্যুনিটি ভিত্তিক স্থপতিদের একটি প্ল্যাটফরম কাজ শুরু করেছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক খোন্দকার হাসিবুল কবির এর তত্ত্বাবধানে এ প্ল্যাটফরমের সদস্যরা কাজ করছে। এসিসিএ'র সহায়তায় ঢাকা'র ওয়ারীতে দলিত সম্প্রদায়ের ৪০০ সদস্যের কম্যুনিটির একটি প্রকল্পে জন্য ম্যাপ এবং জরিপ কাজে তারা সাহায্য করছে। এই দলটি জাতীয় হাউজিং কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের সাথেও জড়িত রয়েছে এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্ল্যাটফরম ফর কম্যুনিটি আর্টিসানস এন্ড আর্কিটেক্টস (POCAA) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন khkabir@bracu.ac.bd

ইউপিপিআর' এর নতুন ওয়েব সাইট

নগর দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী (ইউপিপিআর) নতুন ওয়েব সাইট প্রকাশ করেছে। ইউপিপি আর এর কার্যক্রম দেখতে ক্লিক করুন www.upprbd.org এই লিংকে।

'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ' বিষয়ে ভিডিও তৈরী প্রতিযোগীতা

এশিয়ান মিনেস্ট্রিয়াল কনফারেন্স অন ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ' বিষয়ে ভিডিও তৈরীর এক প্রতিযোগীতার আয়োজন করেছে। আগ্রহীদেরকে ৩১ শে মার্চ ২০১৪ তারিখের মধ্যে ভিডিও পাঠাতে হবে। প্রতিযোগিতার বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন।
http://www.unisdr.org/archive/35635

সমীক্ষা

উন্নয়ন অন্বেষণের প্রতিবেদন: দারিদ্র কমার গতি ধীর হয়ে গেছে

দেশে দারিদ্র আগের মতো কমছে না। প্রতি বছর দারিদ্র কমলেও ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দারিদ্র যে হারে কমেছে ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ে সে হারে কমেনি। কেননা, মাসিক পারিবারিক আয় বৃদ্ধির শ্লথগতি এবং মাসিক পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে হুমকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৩, ২০০৭ ও ২০১১ এর খানা জরিপ বিশ্লেষণ করে এবং আরও কিছু বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রক্ষেপণ করে এসব তথ্য দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন অন্বেষণ। আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থাটির বার্ষিক এই গবেষনা প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দারিদ্র কমার হার কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে উন্নয়ন অন্বেষণের প্রতিবেদনে মূলত চারটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গুলো হলো: যে হারে মানুষের ব্যয় বেড়েছে, সে হারে আয় না বাড়া, প্রতিবছরই মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হওয়া; যে হারে মানুষ শ্রম বাজারে এসেছে, সে হারে কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়া এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমা।

উন্নয়ন অন্বেষণের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে দেশে দারিদ্র ৯ দশমিক ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট কমলেও পরবর্তী পাঁচ বছরে (২০০৫-১০) এই কমার হার ছিল ৮ দশমিক ৫ শতাংশীয় পয়েন্ট। অর্থাৎ পরবর্তী পাঁচ বছরে ০.৪ শতাংশীয় পয়েন্ট কম হারে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে।

দারিদ্রের অন্য সনাতনী পরিমাপ তথা দারিদ্রের গভীরতা (মানুষ দারিদ্র সীমার কতটা কাছাকাছি) এবং দারিদ্রের ব্যাপকতা (মানুষের মাঝে ভোগের বন্টন) ব্যবহার করলেও দেখা যায় দারিদ্র কমা হার হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্রের গভীরতা ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ হারে কমলেও ২০০৫-১০ সালে এ হার ছিল ৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ। অন্যদিকে, গত পাঁচ বছরে (২০০৫-১০) দারিদ্রের ব্যাপকতা কমার হার ছিল ৬ দশমিক ২১ শতাংশ। কিন্তু তার আগের পাঁচ বছরে (২০০০-০৫) এ হার ৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

আবার সক্ষমতা পরিমাপ পদ্ধতিতে প্রধানত মানব উন্নয়ন সূচক পরিমাপ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মানব উন্নয়ন সূচকের মান ২০১০ সালে দশমিক ৪৫৩ থেকে প্রতি বছর ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে দশমিক ৫১৫ তে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, অসাম্য সমন্বিতকরণ মানব উন্নয়ন সূচকের মান ২০১০ সালে ছিল দশমিক ৩৩১, যা ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ হারে বেড়ে ২০১২ সালে দশমিক ৩৭৪ তে উন্নীত হয়েছে। যেহেতু সঠিক সাম্যাবস্থায় মানব উন্নয়ন সূচক ও অসাম্য সমন্বিতকরণ মানব উন্নয়ন সূচকের মান একই, তাই মানব উন্নয়ন সূচকের তুলনায় অসাম্য সমন্বিতকরণ মানব উন্নয়ন সূচকের এই মান বৃদ্ধির শ্লথগতি দারিদ্র নিরসনে একটি বিরূপ প্রভাব নির্দেশ করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ম্যাব- এর আয়োজনে গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে হোটেল রূপসী বাংলা'য় মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব) এর আয়োজনে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ম্যাব এর সভাপতি জনাব আব্দুল বাতেন, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ জনাব তোফায়েল আহমেদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান সহ আরো অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। আলোচকগণ বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে আরো শক্তিশালী এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেন।

বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি) ০৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বিশ্ব নগর পরিকল্পনা দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সকাল ০৯:৩০ মিনিটে বি.আই.পি মিলনায়তনে একটি সেমিনার আয়োজন করে। দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ, কাঙ্খিত উন্নয়ন'। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি) দিবসটি উপলক্ষে একটি স্যুভেনিরও প্রকাশ করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজউক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী নুরুল হুদা।

পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত গণশৌচাগার স্থাপনের দাবি

দেশের বেশির ভাগ কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মান সম্পন্ন শৌচাগার নেই। যা আছে তাও ব্যবহারের অনুপযোগী ও অপর্যাপ্ত। পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) ও ডব্লিউবিবি আয়োজিত বিশ্ব স্যানিটেশন দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর কলাবাগানে পবা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা দেশের প্রতিটি কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের আনাগোনা আছে এমন স্থান গুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত গণশৌচাগার নির্মাণের দাবি জানান। বক্তারা বলেন, গণশৌচাগার না থাকায় বিশেষত নারীরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হন। কেননা, এর ফলে তাঁরা কম পরিমাণে পানি পান করছেন ও দীর্ঘক্ষণ প্রসাব আটকে রাখছেন। এতে তাঁদের ঘন ঘন প্রদাহ হচ্ছে।

ঢাকায় সহনীয় মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ শব্দ দূষণ ঃ পবা

ঢাকা শহরের সমস্ত এলাকায় এখন সহনীয় মাত্রার চেয়ে দেড় থেকে দ্বিগুণ বেশি শব্দ দূষণ হচ্ছে। গত নভেম্বর মাসে শব্দের মাত্রার জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে পরিবেশবাদী সংগঠন পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা)। পবার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সোবহান এ জরিপ প্রতিবেদন তুলে ধরেন। পবা শব্দের মাত্রার ভিত্তিতে পুরো ঢাকা মহানগরকে মোট পাঁচটি এলাকায় বিভক্ত করেছে। নীরব এলাকা, আবাসিক এলাকা, মিশ্র এলাকা। বাণিজ্যিক এলাকাও শিল্প এলাকা। নীরব এলাকায় যেখানে সহনীয় মাত্রা থাকার কথা দিনে ৫০ ও রাতে ৪০ ডেসিবল, সেখানে ৭৫-৭৯ ডেসিবল শব্দের মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি নীরব এলাকার মধ্যে পড়ে। জরিপে আগারগাঁওয়ে অবস্থিত ঢাকা শিশু হাসপাতালে ৯৭ ডেসিবল ও শেরে বাংলানগরের হৃদ রোগ ইনষ্টিটিউটে ৮৭ ডেসিবল শব্দের মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আবাসিক এলাকার ভেতরের সর্বনিম্ন ৭৬ থেকে সর্বোচ্চ ৮৭ ডেসিবেল শব্দের মাত্রা রেকর্ড করেছে পবা। মিশ্র এলাকায় সর্বনিম্ন ৭৩ থেকে সর্বোচ্চ ১০২ ডেসিবল শব্দের মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। মিশ্র এলাকার মধ্যে বিমান বন্দর ও ভিআইপি সড়কে ১০২ ডেসিবল মাত্রা ধারণ করেছে পবা। পবা বলছে, জরিপ থেকে পাওয়া ফলাফল মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর।

ডিসেম্বরে উন্মুক্ত হচ্ছে বহদ্দার হাট উড়াল সড়ক

নির্ধারিত সময়ের আগেই চট্টগ্রামের বহদ্দার হাট এম. এ. মান্নান উড়াল সড়ক সব ধরনের যানবাহন চলাচলের উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা। প্রকল্প কার্যালয়ে এ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন প্রকল্প কর্মকর্তা মেজর হাসানুজ্জামান। হাসানুজ্জামান বলেন, উড়াল সড়কে এক্সপানশন জয়েন্ট স্থাপন ও বিয়ারিং প্যাড পরিবর্তন সহ কিছু কারিগরি কাজ বাকি রয়েছে। তাই এই মুহূর্তে উড়াল সড়ক সব ধরনের যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে না। উড়াল সড়কে ২৬টি এক্সপানশনের জয়েন্টের মধ্যে আটটি লাগানো হয়েছে বলে জানান তিনি। বর্তমানে উড়াল সড়কের এক পাশ হালকা যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (চউক) অর্থায়নে ও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এই উড়াল সড়ক নির্মিত হচ্ছে।

অনন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের প্লট বরাদ্দ দিল চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)

সিডিএ অনন্যা আবাসিক এলাকার ক্ষতিগ্রস্থরা প্লট বরাদ্দ পেয়েছে। সিডিএ'র বোর্ড সভায় ক্ষতিগ্রস্থ ২৪৩ আবেদনকারীর মধ্যে ১৪৩ টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে অনন্যা আবাসিক এলাকা বাস্তবায়িত হওয়ার পর এসব ক্ষতিগ্রস্থ আবেদনকারী প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু জামানতের টাকা জমা দিলেও এতোদিন তারা প্লট বরাদ্দ পায়নি। সকল ক্ষতিগ্রস্থ আবেদনকারীদের প্লট বরাদ্দ দেয়ার কথা জানিয়ে সিডিএ'র প্লট বরাদ্দ কমিটির আহবায়ক বোর্ড সদস্য ইউনুছ গনি চৌধুরী বলেন, আমরা সব আবেদনকারীকে প্লট বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দুই কারখানায় সাড়ে ১০ লাখ টাকা জরিমানা

নরসিংদীতে পরিবেশের ক্ষতিসাধনের দায়ে দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠান কে সাড়ে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করে পরিবেশ অধিদপ্তর। পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের তলব করে শুনানি শেষে এই জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে সদর উপজেলার সাহেপ প্রতাব বাঘাহাটা এলাকার আনোয়ার ডাইংকে তিন লাখ ও ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিংকে সাড়ে সাত লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। দূষণবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠী বীমা চালু

নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠী বীমা স্কীম চালু করেছে সরকার। যে কোনো নির্মাণ শ্রমিক কোনো রকম দুর্ঘটনায় পড়লে, অসুস্থ হলে বা মারা গেলে দুই লাখ টাকা দেবে সরকার। ১৮ নভেম্বর (সোমবার) শ্রম মন্ত্রণালয়ে এ-সংক্রান্ত একটি চুক্তি করেছে সরকার। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য চালু করা এ বীমার প্রিমিয়াম একহাজার ৩০০ টাকা। এর ৬৬ শতাংশ সরকার দেবে। বাকি ৩৪ শতাংশ শ্রমিকদের দিতে হবে। টাকার অংকে সরকার দেবে বার্ষিক ৮৫০ টাকা ও নির্মাণ শ্রমিকেরা দেবেন ৪৫০ টাকা। পাঁচ বছর পর পর এ কর্মসূচী নবায়ন করা হবে।

নোটিশ বোর্ড

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ইট ভাটা রূপান্তরের সময়সীমা বাড়ল ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত

পত্র নম্বর: পরিবেশ/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা / ইটভাটা প্রযুক্তি- ৭১/২০১২/২৮০ তারিখ : ২১/০৭/১৪২০ বঙ্গাব্দ / ০৪/১১/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইটভাটাসৃষ্ট পরিবেশ দূষণ, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, বন উজাড় ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ইটভাটা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব (হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন, জিগজ্যাগ কিলন ও ভার্টিক্যাল শ্যাফ্ট কিলন) উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ০৮/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখের পরিবেশ/ বায়ুমান/ ইটভাটা-অ-০২০/২০১৩ (অংশ)/ ২৫৬ সংখ্যক স্মারকে পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনে সরকারের সিদ্ধান্ত গণবিজ্ঞপ্তি আকারে জারী করা হয়। উল্লেখিত গণবিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

সরকারের বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষ আধুনিক প্রযুক্তি তথা হাইব্রিড হফম্যান কিলন, জিগজ্যাগ কিলন ও ভার্টিক্যাল শ্যাফট কিলন এবং অন্যান্য পরীক্ষিত উন্নত প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত করা যাবে। তবে পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে এরূপ বিদ্যমান ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটাসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের সময়সীমা ২ (দুই) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে আগামী ৩০ জুন ২০১৪ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

পরিবেশ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে যোগ্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৪ এর জন্য আবেদন আহবান করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.doe-bd.org থেকে বিস্তারিত জানা যাবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) আয়োজিত "পরিবেশ আন্দোলন ও সংগঠন" বিষয়ক বিশেষ সম্মেলন ৩-৪ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন সম্পর্কে আপনার মতামত ও পরামর্শ নিম্নের ঠিকানায় প্রেরণ করুনঃ ডাঃ মোঃ আব্দুল মতিন, সদস্য সচিব, সম্মেলন আয়োজক কমিটি ও সাধারণ সম্পাদক, বাপা, ফোনঃ ০১৮১৯২২৩৩৪৩ ই-মেইল : memory14@agni.com বাপা'র ঠিকানাঃ ৯/১২, ব-ক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭; ই-মেইল: bapa2000@gmail.com, ফোন : ০১৭১২৩৫৪৩৮৫ এবং ওয়েব সাইট : www.bapa.org.bd

'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন আরবান হেলথ' ২০১৪

আগামী মার্চ ৪-৭, ২০১৪ তারিখে ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টার শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন আরবান হেলথ' ২০১৪। আশা করা হচ্ছে এই সম্মেলনে সারা বিশ্বের অসংখ্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং নীতি নির্ধারকগণ অংশগ্রহন করবেন। বৈশ্বিক এ সম্মেলনে বাংলাদেশ আরবান হেলথ নেটওয়ার্ক এর সদস্যগণ বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহন করবেন।

১৬১০৬ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জন্য যে কোন মোবাইল থেকে ডায়াল করুণ ১৬১০৬ নম্বরে।

১৬১৬২ ঢাকা ওয়াসার যে কোন তথ্য জানতে এবং পানি, পয়: ও ড্রেনেজ সংক্রান্ত সমস্যায় ফোন করুণ ১৬১৬২ নম্বরে।

প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রেতা ও ভূমি মালিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচটি ডেভেলপার কোম্পানীর সদস্যপদ বাতিল করেছে আবাসন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (রিহ্যাব)।

রিহ্যাব কার্য নির্বাহী পরিষদের ২১ তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রিহ্যাব সংঘবিধির clauses IV (C) 3 মোতাবেক এই পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। কোম্পানীগুলো হল :

১. গ্রীণ ডেল্টা হাউজিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (প্রা:) লি: (রিহ্যাব সদস্য নং-১৮০/২০০৪)
২. আরএসএ রিয়েল এস্টেট (প্রা:) লি: (রিহ্যাব সদস্য নং-৫০৬/২০০৮)
৩. জনতা ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড টেকনোলজিস লি: (রিহ্যাব সদস্য নং-৭৩০/২০০৯)
৪. ইন্টিমেট হোম বিল্ডার্স লি: (রিহ্যাব সদস্য নং-১৬৬/২০০৩)
৫. স্টাইল রিয়েল এস্টেট লি:(রিহ্যাব সদস্য নং-৪৩১/২০০৮)

www.bufbd.org

নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান buf@bufbd.org

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের অস্থায়ী কার্যালয় (আইডিবি ভবন, ১২তলা) আগারগাঁও থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ফেসবুক পেইজে Like দিন এবং নগরায়ণ সম্পর্কিত আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

ফেসবুক কর্নার

১লা ডিসেম্বর পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে এফএইচআই ৩৬০'র কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন :http://bit.ly/1dHFCgS

এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে ইউএসএইড এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন: http://1.usa.gov/186ss8T.

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অর্জন ব্যাপক এবং দৃষ্টান্তমূলক। এর উপরে আরো বিস্তারিত জানতে পড়ুন "The Economist and Lancet Views on Bangladesh: What's Missing?" ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/economist-and-lancet-views-bangladesh-what-s-missing

বিশ্ব ব্যাংক

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঢাকা, চট্টগ্রামের মত শহরগুলোতে কি প্রভাব পড়বে ? বিস্তারিত জানতে বিশ্ব ব্যাংকে প্রণীত 'দি ইমপ্যাক্ট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ অন সিটিজ' প্রতিবেদনটি পড়ুন । ডাউনলোড করুন নিচের লিংক থেকে : http://byei.org/pdf/ Climate%20Change%20Impact% 20on%20Cities.pdf

বাংলাদেশ ইয়ুথ এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ

শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য মাসে ১৫০০ টাকা প্রদান করে আপনি ঢাকা শহরের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন। https://www.facebook.com/ JaagoFoundation ; www.jaago.com.bd

কেমন বাংলাদেশ চাই আমরা ?

২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে 'অতি দারিদ্র' বিমোচন করতে 'অতি দরিদ্রদের ইশতেহার' কর্মসূচীতে যোগ দিন । বিস্তারিত দেখুন http://issuu.com/eep.shiree/ docs/ manifesto _english __reduced_/ 1?e=4460133%2F5831765

ভূমিকম্প মোকাবেলায় আপনার প্রস্তুতি কেমন?

জাইকার কারিগরী সহায়তায় গণপূর্ত অধিদপ্তর 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাচারাল ডিজাস্টার রেজিস্ট্যান্ট টেকনিকস অব কনস্ট্রাকশন এন্ড রেট্রোফিটিং ফর পাবলিক বিল্ডিংস' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন :http://www.pwd-cncrp.com.

৩রা ডিসেম্বর পালিত হল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। এডিডি ইন্টারন্যাশনাল এর কার্যক্রম এর বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : http://www.add.org.uk/margins-to-mainstream

রকফেলার ফাউন্ডেশনের ১০০ দুর্যোগসহনশীল শহর গঠন কার্যক্রমের সর্ব শেষ তথ্য জানতে ভিজিট করুন http://bit.ly/1bHfsch

বি গ্রীন: ইয়ুথ অ্যাকশন অন এনভায়রমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ জানুয়ারী ১০-১১, ২০১৪ তারিখে আয়োজন করবে দুদিন ব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠান। জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের ওপর প্রভাব বিষয়ে ঢাকার হাইস্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সরাসরি জানবে। বিস্তারিত জানতে এবং নিবন্ধন করতে ভিজিট করুন: https://docs.google.com/ forms/d/ 1AoJR9VP5DabygPOG jPmO0_v1T-zhCGMlri_hKWNWvwc/ viewform